ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL
A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

Sub: Bengali Study material Date -08-05-2020 Class: 12

1st Term

কে বাঁচায় , কে বাঁচে

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম -১৯শে মে,১৯০৮ সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। পিতৃদত্ত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার । প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'পদ্মা নদীর মাঝি','পুতুল নাচের ইতিকথা' ইত্যাদি। 'অতসীমামী', 'প্রাগৈতিহাসিক' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প ।

শব্দার্থ – শূন্যদৃষ্টি – উদাস চোখ ,অবসর – অবকাশ, অবজ্ঞা – উপেক্ষা , দরদি – সমব্যথী ,কল্পনাতাপস – কল্পনার তপস্যা করে যে , দুর্বলচিত্ত – নরম মন , ভাবপ্রবণ – আবেগপ্রবণ , পুঞ্জ পুঞ্জ – রাশি রাশি , অবজ্ঞেয়- উপেক্ষিত , শ্লথ – শিথিল , উৎস – উৎপত্তিস্থল , অব্যয় – অক্ষয়, সার্শি- জানালার কাঁচ, সন্তর্পনে – সতর্ক হয়ে, অর্ধভাষণে – অস্ফুটস্বরে ,প্রায়শ্চিত্ত- স্বেচ্ছায় গৃহীত শাস্তি , পুঞ্জীভূত – জমে ওঠা , সমিধ- যজ্ঞের আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠ , বিক্ষুব্ধচিত্তে – অস্থির মনে , সদ্‌গতি – সঠিক উপায়ে শব সৎকার , অখাদ্য গ্রুয়েল – মুখে তোলবার অযোগ্য খাবার , লঙ্গরখানা – দুস্থদের বিনামূল্যে খাবার বিতরনের স্থান , যথাসর্বস্ব – যা কিছু আছে এমন, মুষড়ে পড়া – বিষন্ন হওয়া , অভিজ্ঞতা – প্রত্যক্ষ জ্ঞান

সারকথা – ১৩৫০ বঙ্গাব্দে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তারই পটভূমি নিয়ে এই গল্পটি রচিত ।

নিখিল ও মৃত্যুঞ্জয় দুই বন্ধু একই আপিসে চাকরি করে। দুজনে সমপদস্থ। দুজনেই একই মাইনে পায়। একটি বাড়তি দায়িত্বের জন্য মৃত্যুঞ্জয় ৫০ টাকা বেশী পায় ।

একদিন মৃত্যুঞ্জয় আপিস যাবার পথে অনাহারে মৃত এক মানবদেহ ফুটপাথে পড়ে থাকতে দেখে। এতে মৃত্যুঞ্জয় মানসিকভাবে আঘাত পায়। শরীরে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষের অনাহারে মৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় নিজেকেই দায়ী ভাবেতে শুরু করে । ফলে মানুষের অনাহার দূর করবার দায়িত্ব সে একাই নিতে চায়। নিজের মাস মাইনের সমস্ত টাকা সে রিলিফ ফান্ডে তুলে দিতে চায় । অথচ তার বাড়িতে ন'জন মানুষ,আর তাদের সকলের অন্ন সংস্থানের দায়িত্ব তার একার ।

নিখিল তাকে বুঝিয়ে পারে না যে এভাবে দেশের মানুষের ভাল করা যায় না। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নিখিলের কোনো কথা শোনে না। ফলে তার পরিবার ভীষন রকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে।

বাস্তববাদী নিখিল অনেক চেষ্টা করেও মৃত্যুঞ্জয়কে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয়ের বস্তাপচা আদর্শবাদী চিন্তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। তাই সে নিজের আহার ত্যাগ করে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের সঙ্গে মিশে তাদের একজন হতে চেয়েছিল। তার ফলে আর একজন দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুর্ভিক্ষ এতটুকুও কমেনি। কিন্তু সে যদি নিজেকে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষে পরিনত না করত তাহলে মানুষের সাহায্য করতে পারত।

গল্পের মূল বক্তব্য – আদর্শবাদী ভাবধারার সঙ্গে বাস্তবের যোগাযোগের না থাকলে সেই আদর্শবাদ কখনও সঠিক পথ পেতে পারে না। মানুষকে সামাজিক ও পারিবারিক উভয় দায়িত্বই পালন করতে হয়। শুধু সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বিপদের মধ্যে ফেলা কখনই সঠিক পথ হতে পারে না।

প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত :

১. মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্র আলোচনা কর। ৫

পারিবারিক অবস্থা , নিখিলের সঙ্গে তুলনা , আদর্শবাদী ভাবনা , পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ , মানুষের দুঃখে সমব্যাথী , মানসিক অস্থিরতা , বাস্তববাদী না হবার কারনে মহৎ উদ্দেশ্য সফল না হওয়া – এই সব বিষয়গুলি নিয়ে ১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করতে হবে।

২. নিখিলের চরিত্র আলোচনা কর। ৫

পারিবারিক অবস্থা , বাস্তবাদী ভাবনা , মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে তুলনা , পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ , মানুষের দুঃখে তাদের পাশে থাকার ধরণ , বন্ধুর প্রতি কর্তব্যবোধ – এই সব বিষয়গুলি নিয়ে ১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করতে হবে।

৩. ‘ কে বাঁচায় , কে বাঁচে’ গল্পের নামকরন। ৫

সাহিত্যে নামকরন সম্পর্কে ভূমিকা , গল্পের শুরুতে মৃত্যুঞ্জয়ের আর্থিক অবস্থা , দুর্ভিক্ষের মধ্যেও মৃত্যুঞ্জয় অন্নসংস্থানে সক্ষম , মৃত্যুঞ্জয়ের ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষে পরিনত হওয়া – এই সব বিষয়গুলি নিয়ে ১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করতে হবে।

৪. "ধিক শত ধিক আমায়"—কোন প্রসঙ্গে বক্তা এই মন্তব্য করেছেন ? ১

লোকের অভাবে যথেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক হচ্ছে না কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় দুবেলা পেট ভরে খাচ্ছে। আর তার ফলেই সে নিজেকে দুর্ভিক্ষের কারন ভাবিতে শুরু করে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

৫. " একটু বসেই তাই উঠে গেল কলঘরে।" – কলঘরে উঠে যাওয়ার কারন কী ? ১

অনাহারে মৃত্যুদৃশ্য দেখে মৃত্যুঞ্জয়ের শারীরিক ও মানসিক বেদনা বোধ হয়। ফলে বাড়িথেকে খেয়ে আসা খাবার বমি করে তুলবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় কলঘরে যায়।

৬. " মৃত্যুঞ্জয়ের রকম দেখেই নিখিল অনুমান করতে পারল..." – নিখিল কী অনুমান করল ? ১

নিখিল অনুমান করল যে বড় কোনো সমস্যার কথা সে ভাবছ। শার্শিতে আটকানো মৌমাছির মত সে স্বচ্ছ সমস্যার কারন খুঁজে পাচ্ছে না।

৭. "নিখিল সংবাদপত্রটি তুলে নিল।" – সংবাদপত্রে কী লেখা ছিল ? ১

যথাযথ ব্যবস্থা না করে কয়েকটি মৃতদেহকে দাহ করা নিয়ে সংবাদপত্রের একস্থানে তীক্ষধার হা-হুতাশ করা মন্তব্য করা হয়েছে।

৮. " নিখিল ভাবছিল বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে।" – নিখিল কী বুঝিয়ে বলবে ভাবছিল ? ১

নিখিল ভাবিছিল যে মৃত্যুঞ্জয়কে বুঝিয়ে বলবে যে সে না খেয়ে থাকলেও দেশের মানুষের মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে তাতে কারো না কারো পেটে যাবেই।

৯. " নিখিলকে বার বার আসতে হয়।" – নিখিলকে বার বার কোথায় , কেন আসতে হয় ?

নিখিলকে বার বার মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি আসতে হয়, সেই বাড়ির সকলের খোঁজ খবর নিতে।

১০. " তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়।" – কারন কী ? ১

মানুষের দুঃখের সঙ্গী হতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় নিজেই নিজেকে একজন নিরন্ন মানুষ ভাবতে শুরু করে। তাই সে তাদের মতই আচরন করে। গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তারই প্রতিফলন।